স্বামীজীর ইচ্ছা ও আশীর্বাদ

স্বামীজীর প্রভাব একটা অমোঘ শক্তি। যে একবার তাঁর আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে, তার কল্যাণ সে নিজেও আটকাতে পারে না। স্বামীজী কখন কখন তাই তাঁর অনুগামীদের মজা করে বলতেন, "তোমাদের গোখরো সাপে কেটেছে, বাঁচার কোনও উপায় নেই !" কখনও বলতেন, "আমার জালে তোমাদের আটকেছি, আর কোন দিন বেরোতে পারবে না !" স্বার্থশূন্য অপার সেই ভালবাসার স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে কি আর চায় বেরোতে ? তাঁর এক শিষ্য বলেছিলেন, "স্বামীজীর ভালবাসার কথা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না – আমার সে শক্তি নেই। এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন প্রেমের প্রতিমূর্তি।"

তবে সেই ভালোবাসার স্বাদ পেতে হলে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতাটা থাকা চাই। সেটা ক'জনের আছে ? মানুষের মনে আগে থেকে জমে থাকা অনেক ভাল মন্দ ছাপ, যাকে বলে সংস্কার, তাকে নানান দিকে টানে। নানা চাহিদা, নানা দুর্বলতা তাকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যারা ভাল মানুষ, যাদের মধ্যে অনেক ভাল ভাব আছে, যারা আরও ভাল হবার সুযোগ পেয়েছে, তারাও অনেকে এ সব থেকে একেবারে মুক্ত নয়। তাদেরও অনেক ভুগতে হয়, জীবনের ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তাই স্বামীজীর আশ্বাস বাণী – আমার কাছে, আমার আদর্শের কাছে এসে যখন একবার পড়েছ, ঐ "গোখরো"-র বিষের ক্রিয়া হবেই, ওটা কিছুতেই বৃথা যাবে না। তোমার উন্নতির স্তর অনুসারে সময় একটু কম বেশী লাগতে পারে, এই পর্যন্ত। ঠিক যেমন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "ন হি কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" – কল্যাণকারী ব্যক্তির দুর্গতি কখনও হয় না, ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত তার ভাল হয়। ভাল মানে আদর্শের দিক থেকে ভাল। এমন নয় যে অনেক টাকা-পয়সা সুখ-ভোগ হবে। অলৌকিক কিছু নয়, মহৎ ভাবের এমনই শক্তি – বট বা অশ্বত্থের বীজ থেকে যেমন শুকনো বাঁধানো জায়গাও ফাটিয়ে ফেলে গাছ হয়।

এর মানে এই নয় যে আমাদের আর চেষ্টা করতে হবে না। স্বামীজীর আদর্শ জীবনে আসার মানে হল জীবন গঠনে খুব প্রযত্ন আসা। আর সেটা এলে ক্রমে ক্রমে স্বার্থচিন্তা কমতে থাকবে, পরার্থ ভাবনা বাড়তে থাকবে। এইটি হল পরীক্ষা। এইটি না হলে কোন কিছুর কোনও মূল্য নেই, জীবনের কোনও মূল্য নেই। এর জন্য "বীর হওয়া চাই" – স্বামীজী বলতেন। স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ একটি যুবককে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি বড় দুর্বল, আমি কিছু করতে পারব না, তুমি করে দাও – এ-সব ভাব ত্যাগ করতে না পারলে কোন কালেই কিছু হবে না।"

স্বামীজীর কথা মুখে বলা তো খুব সহজ, ভাষণ দেওয়া, প্রবন্ধ লেখাও সহজ । হৃদয় দিয়ে বোঝা কিন্তু সহজ নয় মোটেই । আর কাজে একটুখানি করাও শক্ত ব্যাপার । তাঁর কথা, তাঁর আচার্য ও অনুগামীদের কথা একান্তে বসে পড়তে পড়তে, ভাবতে ভাবতে একটু একটু তার ছোঁয়া পাবার চেষ্টা করতে হবে । ওপর ওপর ভাবাবেগে ভাসলে লাভ হবে না । ভাবাবেগ সংযত করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে হবে । সেগুলোকে কাজে পরিণত করবার জন্য চেষ্টা সবরকম পরিস্থিতিতে চালিয়ে যেতে হবে । এভাবে ভাবের ধারণা হয়, ভাবগুলো ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করে, আমাদের অস্থি-মজ্জায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করে । সেই ভাবগুলো আমাদের নিজস্ব হয়ে যায়, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে আচরণে প্রকাশ পায় । একে বলে ভাবের আত্তীকরণ । এটিই শিক্ষার সার বস্তু । এরই অন্য নাম চরিত্র গঠন ।

এই চেষ্টা করে গেলে মন শুদ্ধ হতে থাকে । সঙ্গে একাগ্রতা বাড়াবার চেষ্টা থাকলে ভাবগুলো ঠিক ঠিক ভেতরে নেবার ক্ষমতা আসে । একে বলে ধারণা শক্তি । অর্থাৎ উচ্চ ভাব পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি দিয়ে বুঝে, সংযত হৃদয়াবেগ দিয়ে গ্রহণ করে, জীবনে ধারণ করবার শক্তি । যুক্তি দিয়ে বিচার করে বা অঙ্ক করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বুদ্ধি থাকলেই উচ্চ ভাব ধারণা করার ক্ষমতা আসে না । ধারণা শক্তি দিয়ে স্বামীজীর ভালবাসা ধারণা করা যায়, তাঁর দেওয়া ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জীবন পণ করা যায় । শুধু অনেক বই পড়ে আর আলোচনা করে হয় না । স্বামীজীর জীবনী পড়ে গেলাম, অনেক তথ্য জানলাম – এমন কি কোথায় তিনি তেলেভাজা খেয়েছিলেন, কলেজের পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত পেয়েছিলেন, তাও হয়তো মুখস্থ হয়ে গেল, কিন্তু সেই মহাজীবনের ছবিগুলো মনের আয়নায় ফুটে উঠল না, তাঁর জীবনের কঠোর সংগ্রাম, পরার্থে দুঃসহ কষ্টস্বীকার, আত্মত্যাগ, দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর গভীর অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করল না, তাতে কি তাঁর ভালবাসা, ইচ্ছা ও আশীর্বাদ ধারণা করতে পারব ? বরং বেশী জানি না, কিন্তু যতটুকু জানলে চলে, হজম হয়, সেইটুকু জেনে নিয়েছি, সেটা গভীরে গিয়ে বোঝার, কাজে পরিণত করার খুব চেষ্টা আছে, সেটা ভাল । বেশী স্বামীজীর কথা বলি না, কিন্তু অন্তরের গভীরে তাঁর ভাবটাকে ধরতে চেষ্টা করি, সেটা বরং ভাল । "Not he that crieth 'Lord', 'Lord', but that doeth the will of the Lord" – যে 'ভগবান' 'ভগবান' বলে চিৎকার করে, সে নয়; যে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, সেই যথার্থ ধার্মিক ।

এমন মানুষের সংখ্যা কম । স্বামীজী চেয়েছিলেন এমন মানুষ, যারা পেছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তাঁর অন্তরের তীব্র বেদনা উপলব্ধি করবে, তাঁর হৃদয়ের অগ্নিস্পর্শে যাদের হৃদয় জাগ্রত হবে । অনুগামীদের কাছে তিনি কি চেয়েছিলেন, সে কথা তাঁর ভাষায় একটু শোনা যাক ।

একটি চিঠিতে তাঁর মাদ্রাজের অনুগামীদের লিখেছেন, "তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে – সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না – বুঝলে ? মৃত্যু পর্যন্ত লেগে পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি, ক'রে যেতে হবে – তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। ... প্রতি পদক্ষেপেই আমার শুভ ইচ্ছা এবং আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।" (পত্রাবলী, পৃঃ ২৪৭)

আর একটি চিঠিতে আহ্বান আরও স্পষ্ট – "কাজে লাগো, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগো। আমার ভেতর যে কি আগুন জ্বলছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠে নি। তোমরা এখন পর্যন্ত আমায় বুঝতে পার নি। তোমরা এখনও আলস্য ও ভোগের পুরাতন রাস্তাতেই চলেছ। দূর ক'রে দাও যত আলস্য, দূর ক'রে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা। ... ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক – ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো – ইহাই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।" (পত্রাবলী, পৃঃ ২৭৯)

বেলুড় মঠে তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা – আমি দেখে খুশি হই। ... তোর আমার মতো কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে ? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই ; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশাভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা – লেগে যা। দেরী করিস নি – মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে।" (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পৃঃ ১৪৪-১৪৫)

পরার্থে আত্মত্যাগের এই আদর্শই তাঁর ভালবাসার দান। সেই আদর্শ আমরা কে কতটা নিতে প্রস্তুত, ভেবে দেখতে হবে।